দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ..... 2 MAR 2007
পৃষ্ঠা ... ২৪ কলাম ... (৩) ......

দরপত্র নিয়ে রশি টানাটানি

ডিমলায় ২১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রী দুর্ভোগের শিকার

নীলফামারী জেলা সংবাদদাতা

আর্থিক সুবিধা পাওয়ার উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ১৬টি প্যাকেজ দরপত্রকে ঘিরে জেলার ডিমলা উপজেলা প্রকৌশলীর সাথে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের চলছে রশি টানাটানি। ফলে ২১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। এডিবিসহ ৯টি দাতা সংস্থার দেয়া প্রায় ৪ কোটি ৪৫ লাখ টাকা ব্যয় বরাদ্দে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে ডিমলা উপজেলার ২১টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ, নলকূপ স্থাপন এবং ফার্নিচার তৈরীর জন্য ১৬ প্যাকেজের জন্য গত বছর ৩ ডিসেম্বর উপজেলা প্রকৌশলী সাইফুল আজম দরপত্র আহ্বান করলে ২০২টি দরপত্র বিক্রি হয়। তবে ঠিকাদারদের মধ্যে সমঝোতা হওয়ায় দরপত্রের শর্ত উপেক্ষা করেই গত ৬ জানুয়ারী ১৬টি প্যাকেজের অনুকূলে প্রায় ৪৯টি দরপত্র জমা করে। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি দরপত্র যাচাই-বাছাই শেষে উক্ত দরপত্র বাতিল পূর্বক পুনরায় দরপত্র আহ্বানের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতির জন্য পত্র প্রেরণ করে। এমতাবস্থায় বিশেষ দলের ছত্রছায়ায় সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারগণ পুনরায় দরপত্র আহ্বান ছাড়াই কার্যাদেশ পাওয়ার জন্য ঢাকায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরে তদবির শুরু করে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক ঠিকাদার জানান, উল্লিখিত প্যাকেজের অনুকূলে প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র জমা পড়লে এবং সর্বনিম্ন দরদাতাকে মূল্যায়ন করলে সরকারের প্রায় ৮০ লাখ টাকা সাশ্রয় হবে। কিন্তু দরপত্র সিডিউল ক্রয়কারীদের মধ্যে সমঝোতা হওয়ায় সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারগণ ৮০ লাখ টাকা অধিক লাভবান হবেন। এ টাকার ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করে উপজেলা প্রকৌশলীর সাথে দীর্ঘ প্রায় ২ মাস ধরে রশি টানাটানি চলছে। এতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন, ফার্নিচার ও পানির অভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা চরম ভোগান্তি পোহাচ্ছে। এ ব্যাপারে উপজেলা প্রকৌশলী সাইফুল আজমের সাথে কথা বললে তিনি জানান, বিধি মোতাবেক দরপত্র জমা না হওয়ায় দরপত্রগুলো বাতিল করে পুনরায় দরপত্র আহ্বানের অনুমতি চেয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তবে তিনি টাকা ভাগাভাগির বিষয়টি অস্বীকার করেন।